৪৩.১১.৪ গঙ্গা কর্ম পরিকল্পনা (Ganga Action Plan)

ভারতের একটি প্রধান নদী হল গঙ্গা। গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল হল কুমায়ুন হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা। উৎসস্থলে এই নদীর নাম ভাগীরথী। অলকানন্দা নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর ভাগীরথী গঙ্গা নামে পরিচিত হয়। উৎপত্তি লাভের পর গঙ্গা প্রথমে পশ্চিমমুখে এবং তারপর দক্ষিণমুখে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী অলকানন্দার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। এই সংযুক্ত জলধারা গঙ্গা নদী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য মোট ২,৫১০ কিলোমিটার। তার মধ্যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল ২,০৭১ কিলোমিটার। অনেক উপনদী গঙ্গা নদীর সঙ্গে মিশেছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার প্রাক্কালে গঙ্গার সঙ্গে এই সমস্ত উপনদী সংযুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত উপনদীর নাম হল : গোমতী, গণ্ডক, বুড়ীগণ্ডক, রামগঙ্গা, যমুনা, কোশী, শোন প্রভৃতি। গঙ্গা নদীর অববাহিকা অঞ্চল সুদীর্ঘ। এই অববাহিকা অঞ্চলের ক্ষেত্রফল সাড়ে ন'লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের অধিক।

গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চল অত্যন্ত উর্বর। বিশেষভাবে চাষ-আবাদের উপযোগী। গঙ্গা নদীর অববাহিকা জুড়ে আছে ভারতের মোট সেচসেবিত ৪৭ শতাংশ। গঙ্গানদীর জলস্রোত জলপথ হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক। স্বভাবতই গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছে ছোট-বড় অসংখ্য শহর। গঙ্গার তীরে গড়ে উঠা বড় শহরের সংখ্যা সাতাশ। গঙ্গার তীরবর্তী বড় শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারাণসী, পাটনা, ভাগলপুর, নবদ্বীপ, কলকাতা প্রভৃতি। গঙ্গার তীরবর্তী ছোট শহরের সংখ্যা তিয়াত্তর। ছোট-বড় মিলিয়ে এতগুলি শহরের ঘরবাড়ী ও অধিবাসীর সংখ্যা অসংখ্য। তাছাড়া আছে অসংখ্য কলকারখানা ও রাস্তাঘাট। এই সমস্ত কিছুর ময়লা, নোংরা ও দূষিত জল এবং বহু ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য পদার্থ অসংখ্য নালা-নর্দমার ভিতর দিয়ে গঙ্গায় এসে পড়েছে। গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলে ব্যাপক কৃষিক্ষেত্র বর্তমান। কৃষিক্ষেত্রগুলিতে অধুনা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এ সবের উদ্বৃত্ত অংশ নানাভাবে গঙ্গার জলধারায় এসে পড়ে। আবার জীবজন্তুর মৃতদেহ প্রায়শই গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। এই সমস্ত কিছুর সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে গঙ্গা নদীর জল ক্রমান্বয়ে দূষিত হচ্ছে। গঙ্গার দূষিত জলধারার প্রতিকূল প্রভাব পড়ছে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী জনজীবনের উপর। বর্তমানে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গঙ্গা নদীর জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। তারজন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনাটিই হল 'গঙ্গা কর্ম পরিকল্পনা' (Ganga Action Plan)। 'কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ' (Central Pollution Control Board) গঙ্গা জল দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়। গঙ্গা নদীর জল দূষিত করার মুখ্য উৎসসমূহ চিহ্নিত করার ব্যাপারে সমীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দূষণের মাত্রা নির্ধারণের ব্যাপারে উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সমীক্ষা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পূর্যবেক্ষণ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার গঙ্গা নদীর জল দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সক্রিয় হয়। অতঃপর 'গঙ্গা কর্ম পরিকল্পনা' (Ganga Action Plan) প্রণীত হয়। এই কর্মপরিকল্পনার মুখ্য লক্ষ্যসমূহ হল : (ক) গঙ্গার জল স্নানের উপযোগী রাখা; (খ) জীবরাসায়নিক-অক্সিজেন-চাহিদা সর্বাধিক তিন মিলিগ্রাম/লিটার রাখা; এবং (গ) দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাপ-মাত্রা পাঁচ মিলিগ্রাম/লিটার রাখা।

Scanned with CamScanner

গঙ্গা নদীর জল দূষিত হওয়ার বড় কারণ নদীর তীরবর্তী বড় বড় শহরগুলি। অববাহিকা অঞ্চলের বড় বড় শহরগুলির দূষিত ও ময়লা জল ও বর্জ্য পদার্থসমূহ গঙ্গাদূষণের সত্তর শতাংশ কারণ সৃষ্টি করে। স্বভাবতই গঙ্গা-দূষণ মোকাবিলার শুরুতেই তীরবর্তী সাতাশটি বড় শহরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এ পরিকল্পনার মধ্যে পৃথক পৃথক ২৬২টি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত কর্মসূচীকে কার্যকর করার উদ্দেশ্য দু'শ ষাট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

গঙ্গা নদীর অববাহিকা জুড়ে তীরবর্তী অঞ্চলে বহু ও বিভিন্ন কল-কারখানা আছে। এই সমস্ত কল-কারখানা থেকে দূষিত বর্জ্য পদার্থসমূহ নালা-নর্দমা দিয়ে গঙ্গায় এসে পড়ে। এই সমস্ত কারখানার মধ্যে ৬৮টিকে স্বতন্ত্রভাবে সনাক্ত করা হয়। ময়লা বা দূষিত বর্জ্য শোধন করার ব্যাপারে নিজস্ব প্ল্যান্ট (Plant) গড়ে তোলার ব্যাপারে এই ৬৮টি কারখানাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। এই পদক্ষেপের সুফল হিসাবে প্রত্যহ প্রতিটি কারখানা থেকে গড়ে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূষিত ময়লা জল গঙ্গায় আসা আটকান সম্ভব হয়।

গঙ্গা নদীর জলের মান পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতব্যাপী মোট সাতাশটি পরীক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। গঙ্গা নদীর জলের বিয়াল্লিশটি ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম এই পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ ও বিচার করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে উলুবেড়িয়া থেকে শুরু করে উত্তরাঞ্চলের হরিদ্বার পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় এই পরীক্ষাগারগুলি অবস্থিত।

গঙ্গা কর্ম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদির মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: (ক) গঙ্গার তীরবর্তী বড় ও ছোট শহরগুলির প্রধান পয়প্রণালীগুলি নতুন করে আবার নির্মাণ করা; (খ) পয়ঃপ্রণালী এবং স্নান-পায়খানার ব্যবস্থাদি কম খরচে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে তৈরি করা; (গ) দূষিত ময়লা জলবাহী নালা-নর্দমাগুলির মুখ গঙ্গা নদীর দিক থেকে ঘুরিয়ে দেওয়া; (ঘ) উপকরণ পুনরুদ্ধার, বর্জ্যপদার্থ শোধন এবং ময়লা জল পরিশোধন করে কৃষিকর্মের উপযোগী করা; এবং (ঙ) মৃতদেহের সৎকার কর্মের জন্য বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপন করা।

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে শহরাঞ্চলেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রতিবেদন পাওয়া যায়। শহরাঞ্চলের পরিবেশবাদী গোষ্ঠীগুলি দূষণবিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশ-সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রচার কার্য পরিচালনা এবং পরিবেশ-দূষণ প্রতিরোধে পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি কর্মসূচী শহর-ভিত্তিক পরিবেশবাদী সংগঠনগুলি গ্রহণ করে থাকে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে এই সমস্ত সংগঠন শহরাঞ্চলে পরিবেশদূষণের শিকার ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে প্রতিবাদী পদযাত্রা, ধর্ণা ও মিটিং-মিছিল সংগঠিত করে। সুস্থ পরিবেশের সুরক্ষাকে সুনিশ্চিত করার জন্য এই সমস্ত সংস্থা সরকার ও শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে আইনী বিধি-ব্যবস্থার সাহায্য-সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্য আদালতের দ্বারস্থ হয়। শহরাঞ্চলের পরিবেশ আন্দোলন সম্পর্কে কোন সুসংবদ্ধ সমীক্ষা বা পর্যালোচনা পাওয়া যায় না। দৈনিক সংবাদপত্রের দু-একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের প্রতিবেদন থেকে এ নিয়ে অল্পবিস্তর অবহিত হওয়া যায়। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে, পরিবেশ আন্দোলন শ্রেণী-ভিত্তিক নয়, অ-অর্থনৈতিক বিষয় ভিত্তিক। পরিবেশ-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আর্থ-সামাজিক পটভূমি সম্পর্কে তেমন কোন সমীক্ষা সম্পাদিত হয়নি।

Scanned with CamScanner